দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ৩০।৯।৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

53

"বিশ্ববিদ্যালয় বনাম পরীক্ষার ফলাফল"

গত ২২শে আগস্ট '৯১ "দৈনিক ইত্তেফাক-এ" পত্রিকায় "বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার শর্ত" শিরোনামে সম্পাদকীয় কলাম পড়ে খবরের কাগজে প্রশাসনিক কালো পাথর চাপা হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশ করার প্রয়াস পেলাম। সম্পাদক সাহেব অতি যৌক্তিকতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংক্রান্ত মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমার মনে পড়ে গেল একটা চির পরিচিত প্রবাদ বাক্য —"সাত মণ ঘিও জুটবে না, রাধাও নাচবে না" অথবা, "কামারের দোকানে কোরআন পড়া"র মত। হায়রে দেশ ও জাতি আমার। বিবেক-বুদ্ধি সব কিছু উপেক্ষা করে আমরা আজ কোন্ পথে ছুটছি। কোথায় আমাদের সঠিক ঠিকানা? শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অথচ দেশের ৮০টিরও বেশী বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ তালা ঝুলছে। কিন্তু কাগজে-কলমে তৎপরতা কম নয়। বিভিন্ন কমিটি, উপকমিটি, সিণ্ডিকেট মিটিং, সংসদে আলোচনা পর্যালোচনা কোনটাই বাকী নেই। বাকী শুধু প্রতিষ্ঠান খোলার।

সুদীর্ঘ কয়েক মাস আগে ডিগ্রী পাস, অনার্স এবং মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়া সত্ত্বেও আজো সেসবের রেজাল্টের কোন খোঁজ-খবর নেই। রেজিস্টার্ড বিল্ডিং-এ খোঁজ নিলে নৈরাশ্যসূচক বাক্য শ্রবণে মনে এক তীব্র যন্ত্রণার দানা বাঁধে। জানি না, কোথায় ফাইলবন্দী হয়ে আছে সে সব পরীক্ষার ফলাফল। যদি এসব ফল মুক্ত বাতাসের স্পর্শ পেত তবেই আমরা প্রতীক্ষিত পরীক্ষার্থীরা অন্ততপক্ষে দু'চোখ খুলে মন উজাড় করে একবার দর্শনের মাধ্যমে প্রকম্পিত হৃদয়ে কিছুটা শান্তির প্রয়াস পেতাম।

জানি, বাংলা বিভাগের ফল বরাবরই দেরীতে পাক ধরে। কিন্তু এ বছর যে এতটা দেরী করে মনে অরুচি ধরাবে তা কখনো ভাবিনি। চাকরির বয়সের সীমা ২৭ বছরের স্থলে ৩০ বছর হয়েছে। কিন্তু সেসনজট, পরীক্ষা দেরীতে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং অধিক বিলম্বে রেজাল্ট প্রকাশের দরুন এই পরিবর্ধিত ৩০ বছর পার হতে বাকী থাকল কই? অপরদিকে গণিত ও ইতিহাস বিভাগের ফল অনেক আগেই বেরিয়েছে। তাই অনুগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজ-সমূহের বাংলা বিভাগের ১৯৮৮ সালের সনাতন পদ্ধতির অনার্স, প্রিলিমিনারী ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষাসমূহের ফল অতি শিগগিরই প্রকাশ করে আমাদের দম আটকে থাকা অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মান্নান ফরিদী,
বাংলা বিভাগ,
আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ময়মনসিংহ।